গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)
প্লট: এফ-১৮/এ, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) ২০২২-২৩ এর আওতায় জিটিসিএল-এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আয়োজিত ৩য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	নজরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (ট্রান্সমিশন-ইস্ট), জিটিসিএল
সভার তারিখ	:	২৭.০২.২০২২৩
সভার সময়	:	সকাল ১১: ০০
স্থান	:	অনলাইন
উপস্থিতি	:	রেকর্ডেড

কমিটির আহবায়ক উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আয়োজিত ৩য় সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর আহবায়কের অনুমতিক্রমে উপ-মহাব্যবস্থাপক (কমন সার্ভিসেস্) ও ফোকাল পয়েন্ট সিটিজেন চার্টার কমিটি, জিটিসিএল, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির আওতায় কোম্পানির আওতাধীন ০৬ (ছয়)টি আঞ্চলিক স্থাপনা/দপ্তরসমূহের প্রধানের সমন্বয়ে অনলাইন সিস্টেম (জুম আইডি)-এর মাধ্যমে এ সভার আয়োজন করা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরও বলেন যে, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির আওতায় কিভাবে আঞ্চলিক স্থাপনা/দপ্তরসমূহের সাথে আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি ও সেবার মান উন্নত করা যায় সে বিষয়ে নিম্নোক্ত স্থাপনাসমূহের প্রধানদের সাথে জিটিসিএল-এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়েছে;

ক) জোনাল ট্রান্সমিশন অফিস- সিলেট
খ) শ্রীমঙ্গল আঞ্চলিক কার্যালয়
গ) গ্যাস মেনিফোল্ড স্টেশন-আশুগঞ্জ
ঘ) এসিসি-আশুগঞ্জ
ঙ) সিজিএস-বাঘাবাড়ী এবং
চ) আঞ্চলিক সঞ্চালন কার্যালয়-রাজশাহী

আলোচ্য বিষয়ে কমিটির আহবায়ক অনলাইন সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত আহবান জানান। উক্ত আলোচনায় সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির আওতায় জিটিসিএল-এর আওতাধীন আঞ্চলিক স্থাপনা/কার্যালয়সমূহের প্রধানগণ স্থাপনা/কার্যালয়সমূহ পরিচালনায় তাদের পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। অনলাইন আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিগণ জিটিসিএল-আন্তঃবিভাগ, ডিপার্টমেন্ট, সেকশনের মধ্যে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

জিটিসিএল-এর ব্যবস্থাপক ও ইনচার্জ (জোনাল ট্রান্সমিশন অফিস- সিলেট) সভাকে অবহিত করেন যে, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড এবং শেভরন হতে প্রাপ্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে ট্রান্সমিশন করাসহ ক্যালিব্রেশন ও মিটারিং এর কার্যক্রম সম্পাদনে জোনাল ট্রান্সমিশন অফিস- সিলেট এর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জিটিসিএল-এর পথসত্ব/সীমানা নির্ধারণে পর্যাপ্ত পরিমাণ মার্কার পোস্ট নেই। পর্যাপ্ত পরিমাণ মার্কার পোস্ট থাকলে যে কোন ব্যক্তি মাটি কাটা, পুকুর খনন বা অন্য যে কোন কাজ সম্পাদনকালে সহজেই বুঝতে পারবে যে এই সীমানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাবে না। এছাড়া ইআরপি সিস্টেমে উপস্থাপিত বিভিন্ন PR বা PO এর কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি হলে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা সহজ হয়।

শ্রীমঙ্গল আঞ্চলিক কার্যালয় এর ইনচার্জ জোনাল ট্রান্সমিশন অফিস- সিলেট এর ইনচার্জ এর বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, সীমানা নির্ধারণে পর্যাপ্ত মার্কার পোস্ট নাই। পর্যাপ্ত মার্কার পোস্ট থাকলে অবৈধ স্থাপনা অপসারণে সুবিধা হয়। এ বিষয়ে ডিসি অফিসে যোগাযোগ করলে তারা জিটিসিএল-কে সীমানা নির্ধারণের পরামর্শ দিয়েছে।

উপ-মহাব্যবস্থাপক (কমন সার্ভিসেস্) শ্রীমঙ্গল আঞ্চলিক কার্যালয় এর ভাড়াকৃত স্থাপনার সর্বশেষ অবস্থা জানতে চাইলে শ্রীমঙ্গল আঞ্চলিক কার্যালয় এর ইনচার্জ সভাকে অবহিত করেন যে, সম্প্রতি বাড়ি ভাড়ার চুক্তি ৩ (তিন) বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া স্থাপনাটি নতুন করে রং করা হয়েছে ও ওয়াশরুমসমূহ সংস্কার করা হয়েছে। বর্তমানে স্থাপনাটিতে নতুন ফার্নিচার প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গ্যাস মেনিফোল্ড স্টেশন-আশুগঞ্জ এর ইনচার্জ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, পাইপলাইন পথসত্ব এলাকায় যাদের জমি-জমা রয়েছে, তারা বিভিন্ন সময়ে জিটিসিএল-এর সীমানা চিহ্নিত করে দেওয়ার জন্য ফোন করে অনুরোধ করে। সীমানা চিহ্নিত করে না দেওয়ায় তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে জমি ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষ হতে সার্ভেয়ার নিযুক্ত করে পথসত্ব এলাকা চিহ্নিত করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। জিটিসিএল-এ নিযুক্ত সার্ভেয়ার-এর মাধ্যমে পথসত্ব এলাকা চিহ্নিত করা হলে অবৈধ স্থাপনার পরিমাণ কমে যাবে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া আশুগঞ্জস্থ জিটিসিএল কার্যালয়ে অনেক কর্মকর্তা তাদের পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। কিন্তু জরুরী প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্য কোন ডাক্তার নেই। তিনি অতি দ্রুত Retainer Doctor নিয়োগের অনুরোধ জানান। এছাড়া স্থাপনাটির পুরাতন ভবন সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় ফার্নিচারের অভাবে যোগদানকৃত নতুন কর্মকর্তারা বসতে পারছে না। এতে করে দাপ্তরিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

এ বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক (জেনারেল সার্ভিসেস) সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে ফার্নিচার ক্রয় বন্ধ রয়েছে বলে সভাকে অবহিত করেন। সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হলে এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া মহাব্যবস্থাপক (ট্রান্সমিশন-ইস্ট) বলেন, খরচ কমাতে সরকারের নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা হচ্ছে। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হবে। তিনি আরও যুক্ত করেন, বর্তমানে সকল পূর্ত কাজ বন্ধ রয়েছে। শুধুমাত্র জরুরী মেরামত কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া সীমানা মার্কার পোস্ট বিষয়ে তিনি নোটের মাধ্যমে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টকে অবহিত করবেন বলে উল্লেখ করেন।

সিজিএস-বাঘাবাড়ী এর ইনচার্জ উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহে একমত পোষণ করেন এবং পাইপলাইনের Demarcation এবং Retainer Doctor এর প্রয়োজনীয়তা পুনরায় তুলে ধরেন। এ বিষয়ে উপ-মহাব্যবস্থাপক (কমন সার্ভিসেস্) Organogram-এ সংস্থান থাকা সাপেক্ষে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

আঞ্চলিক সঞ্চালন কার্যালয়-রাজশাহী এর ইনচার্জ একই সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া বিদ্যুৎ বিলসহ অন্যান্য বিল পেতে বিলম্ব হয় এবং প্রধান কার্যালয় হতে সংগ্রহ করতে হয়। এর ফলে জরিমানা পরিশোধসহ দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনায় নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ইআরপি সিস্টেমে উপস্থাপিত বিলসমূহ EFT এর মাধ্যমে পরিশোধ করার অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে পরিচালক (অর্থ) সভায় উল্লেখ করেন, Third Party Bill Accounts Payee চেক এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হয়। EFT এর মাধ্যমে বিলসমূহ পরিশোধের কোন সুযোগ নেই।

এসিসি-আশুগঞ্জ এর ইনচার্জ কার্যালয়ে তেমন কোন সমস্যা নেই বলে উল্লেখ করেন। তবে আশুগঞ্জে পরিবার নিয়ে বসবাসরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা ও গুরুত্ব বিবেচনায় Retainer Doctor এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে দ্রুততম সময়ে ডাক্তার নিয়োগের বিষয়ে অনুরোধ করেন। ডাক্তার নিয়োগের বিষয়টি এইচ.আর ডিভিশন দেখে মর্মে মহাব্যবস্থাপক (জেনারেল সার্ভিসেস) সভাকে অবহিত করেন। অর্গানোগ্রামে Retainer Doctor এর ব্যবস্থা চালু ছিল। তিনি বিষয়টি মহাব্যবস্থাপক (এইচ.আর)-কে অবহিত করার জন্য মহাব্যবস্থাপক (ট্রান্সমিশন-ইস্ট)-কে অনুরোধ করেন। উপ-মহাব্যবস্থাপক (বোর্ড) Retainer Doctor এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। এছাড়া 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' বিষয়ে যারা সেবা প্রদান করবেন, তাদের তালিকা দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যারা এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান স্থানে 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই তাদেরকে দ্রুত উন্মুক্ত স্থানে 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে উপ-মহাব্যবস্থাপক (কমন সার্ভিসেস্) অনুরোধ করেন।

পরিশেষে আহবায়ক সভায় উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারীকে তাদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া এই সভায় যে বিষয়াদি উপস্থাপিত হয়েছে তা নোট আকারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে

স্থাপনা প্রধানদের নির্দেশনা প্রদান করেন। সর্বশেষ আজকের এই সভা আয়োজনের জন্য সদস্য-সচিবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অন্য কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(সরোজ কান্তি মজুমদার)
উপ-মহাব্যবস্থাপক (কমন সার্ভিসেস) ও
সদস্য সচিব, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত
পরিবীক্ষণ কমিটি, জিটিসিএল

(নজরুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক (ট্রান্সমিশন-ইস্ট) ও
আহবায়ক, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত
পরিবীক্ষণ কমিটি, জিটিসিএল

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাব্যবস্থাপক (ট্রান্সমিশন-ইস্ট) ও আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট কমিটি, জিটিসিএল, ঢাকা।
২। মহাব্যবস্থাপক (জেনারেল সার্ভিসেস্) ও সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, জিটিসিএল, ঢাকা।
৩। পরিচালক (অর্থ) অ.দা. ও সদস্য সংশ্লিষ্ট কমিটি, জিটিসিএল, ঢাকা।
৪। উপ-মহাব্যবস্থাপক (বোর্ড) ও সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, জিটিসিএল।
৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রজেক্ট প্লানিং এন্ড মনিটরিং), জিটিসিএল, ঢাকা।
৬। ব্যবস্থাপক ও ইনচার্জ, সিজিএস-বাঘাবাড়ী, জিটিসিএল।
৭। ব্যবস্থাপক ও ইনচার্জ, জোনাল ট্রান্সমিশন অফিস- সিলেট, জিটিসিএল।
৮। ব্যবস্থাপক ও ইনচার্জ, শ্রীমঙ্গল আঞ্চলিক কার্যালয়, জিটিসিএল।
৯। ব্যবস্থাপক ও ইনচার্জ, গ্যাস মেনিফোল্ড স্টেশন-আশুগঞ্জ, জিটিসিএল।
১০। ব্যবস্থাপক ও ইনচার্জ, আঞ্চলিক সঞ্চালন কার্যালয়-রাজশাহী, জিটিসিএল।
১১। ব্যবস্থাপক ও ইনচার্জ, এসিসি-আশুগঞ্জ, জিটিসিএল।
১২। উপ-ব্যবস্থাপক (সমন্বয়), ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, জিটিসিএল, ঢাকা।
১৩। অফিস কপি।